তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৫৫

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি সাবেক সংসদ সদস্য ও যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা অপু উকিল এবং বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম।

তারিখ- ১৩-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক কোভিড পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষকে আরো গভীর উদ্বেগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।গতকালেও রেকর্ড পরিমাণ সনাক্ত হয়েছে করোনা রোগীদের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা খানিকটা কমলেও সেটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এখন পর্যন্ত যা রেকর্ড তাতে। এরি মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে বা যে খবর পাওয়া গেছে সিদ্ধান্তটি এরকম যে ১৫ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত যে লকডাউন এখন চলছে সেটি সিথিল করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ গণপরিবহন চলবে, দোকানপাট শপিংমল স্বাস্থ্য বিধি মেনে খোলা থাকবে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি অনেকের মধ্যে আবার নতুন করে উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে তুলেছে যে ঈদের সময়টাতে এই মানুষের যাতায়াত করোনা পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাবে কিনা। সেই সঙ্গে এখনো পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে যে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো হাসেম বেভারেজে তার ক্ষত এখনো শুখায় নি মানুষের মন থেকে এবং এই ধরনের কিছু দিন পরপর একেকটা ঘটনা ঘটে আমরা আলোচনা করি কিন্তু পুরো পরিস্থিতিকে একেবারে মুক্তি আমাদের কখনোই মিলছে না। সেই সঙ্গে রাজনীতিতে খানিকটা স্থবিরতা এখনো পর্যন্ত চলমান আছে। সব মিলিয়ে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবার জন্যে দুইজন রাজনৈতিক আমার সঙ্গে তৃতীয় মাত্রার আজকের আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা অপু উকিল এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম| স্বাগতম আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়| অধ্যাপিকা উকিল দেশের করোনার পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে কতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে বলে আপনার মনে হয়|

অপু উকিলঃ ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনেছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানাই| একটা রাষ্ট্রের যে মূল উপাদান সেটিতে যে নির্দিষ্ট ভূখন্ড জনসমষ্টি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব হয় এবং এর মধ্যেযে জনসমষ্টি সেটি কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক| আর সরকার হচ্ছে এই জনসমষ্টির একটি অংশমাত্র| এদেশের যে ১৮ কোটি মানুষ এই ১৮ কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা| এক্ষেত্রে সরকার এবং জনগণ একটি বৃক্ষের দুটি শাখার মত| একটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে যে মূল বৃক্ষটি যেটি রোপন করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান| তার জীবন দিয়ে যৌবন এবং রক্ত ঘাম ঝরার বিনিময় সেই রাষ্ট্রটি তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা| তিনি সেই রাষ্ট্র নামক বৃক্ষটিকে রক্ষা করবার জন্য যেমন জনগণের কল্যাণে তিনি যেমন কাজ করবেন তেমনি সরকারের সফলতার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং এই জনগণের সুরক্ষা দেবার জন্য তিনি বা তাদের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য তিনি যে রাত দিন পরিশ্রম করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসেন একটি যে রাষ্ট্রটি ছিল যে ক্ষুধার তাড়নায় সন্তানকে ফেলে বিক্রি করা হতো মা আত্মহত্যা করত, সেরকম একটি রাষ্ট্র ২০০৯ এর পরে জননেত্রী শেখ হাসিনা ধরে দাঁড় করিয়েছেন মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। এখন যেই পরিস্থিতিটি আমরা আছি সেই পরিস্থিতিটি অর্থাৎ করোনা মহামারী যে সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণই কিন্তু একটি প্রকৃতির সৃষ্টির বিষয়। এটি কোন মনুষ্যসৃষ্ট বিষয় নয়| সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে প্রকৃতির এই রুদ্ররস থেকে দেশকে দেশের জনগণকে রক্ষা করবার জন্য। তাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি করে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এপর্যন্ত

করোনা মহামারির যে সময়টি চলছে তারি মধ্যে। এখন আমি দেখেছি যে করোনা পরিস্থিতিতে এটি এমন একটি বিষয় যে উচ্চবৃত্তের একজন মানুষ তিনি কিন্তু অভাবের জন্য নয় প্রকৃতি বা তার ভাগ্যে যেটি পরিনতি ছিল যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন| আবার এখন সেই তৃণমূলের গ্রাম গঞ্জের অনেকেই প্রতিনিয়ত এই কভিডের আক্রমণে মারা যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পাবার জন্য আমাদের যুদ্ধ বা আমাদের সরকার, সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দলনেত্রীর যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ কিন্তু তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন| এখন এখানে এদেশে আমি বলতে হয় যে দেশের মানুষের কিন্তু পরম সৌভাগ্য যে জননেত্রী শেখ হাসিনার মত সরকারপ্রধান পেয়েছেন| যে কারণে এদেশের জনগণ এরকম একটি দেশে যেখানে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ সবকিছুই আমাদের অপ্রতুলতা রয়েছে তার পরেও কভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন| আজকে আমি একটি সুসংবাদই দিতে চাই যে কিছুক্ষণ আগে টেলিভিশনের কলে দেখলাম বেগম খালেদা জিয়া তিনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করবেন। অথচ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে যখনি কোভিড পরিস্থিতিটা শুরু হলো তখন থেকেই এই কভিড পরিস্থিতি কে নিয়ে এই যে জননেত্রী শেখ হাসিনা কভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে যুদ্ধ সেখানে বিএনপি অন্যান্য যারা আছেন তারা সহযোগিতা না করে তারা কি করেছেন কভিড পরিস্থিতিকে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে, বিভ্রান্ত করে নানাবিধ তারা রুপাগাঙ্গা চালিয়েছেন। এমন কি আজকে যে ভ্যাকসিনের কথা বলছিলাম সেই ভ্যাকসিনটিও যখন প্রথম ডোজ নেওয়া হলো তখন সে প্রথম ডোজটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন নিলেন না সেজন্য বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ বললেন যে উনি নিয়ে আগে দেখাবেন এই ভ্যাকসিনে মানুষ মারা যায় কিনা, এই ভ্যাকসিনে বিষ আছে কিনা এবং এভাবে মানুষের মধ্যে নানাবিধ প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিলেন যে ভ্যাকসিন গুলোর ভিতরেও তারা সংক্রামক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আজকে কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে যে বেগম খালেদা জিয়া নিবেন তাই না কিন্তু বিএনপি'র প্রত্যেকটি নেতাকর্মী ভ্যাকসিন নিয়ে নীরবে-নিভৃতে তারা এখন নাকে তেল দিয়ে বাড়িতে বসে আছেন| কভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারা কিন্তু মাঠে নেই, জনগণের পাশেও নেই|

জিল্লুর রহমানঃ জি অধ্যাপিকা অপু উকিল আমি একটু আপনার থেকে শুনতে চাইবো যে এখন পর্যন্ত গত কয়েকদিন ধরে কোনদিন মৃত্যুর রেকর্ড কোনদিন আক্রান্তের রেকর্ড কোনদিন আনুপাতিক হারে পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের রেকর্ড হচ্ছে| এই অবস্থায় মধ্যে লকডাউন যে শিথিল করে দেবার একটা সিদ্ধান্ত হল যেটি আমরা জেনেছি সেটি কতটুকু সমীচীন মনে মনে হয় আপনার কাছে|
অপু উকিল: লকডাউন দিয়ে যে আমরা সবকিছু সমাধান করতে পারছি সেটি কিন্তু প্রমাণ করছে না| কারণ আমরা দেখেছি অন্যান্য দেশগুলো যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করল সে সেটি হচ্ছে ভ্যাকসিন টা প্রয়োগ করতে হবে| ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করার ফলেই সেটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর আমাদের মতো দেশে আমরা গত কোরবানি ঈদে দেখেছি লকডাউন ছিল কিন্তু এদেশের মানুষ সেই লকডাউন মানে নি|

জিল্লুর রহমানঃ রোজার ঈদে..

অপু উকিলঃ হা রোজার ঈদেই তারা লকডাউন মানে নি। তারা কিন্তু তাদের সে বাড়ির মুখে কিভাবে গিয়েছে কিভাবে পারাপার করেছে সেটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সরকার দেখেছে| এবার সরকার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে লকডাউন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি জনগণের যে বাইরে যাবার যে প্রয়োজনীয়তা কিংবা কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মানুষের বাড়িতে যাবার যে প্রবণতা সেটি কিছুতেই রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না| কারণ মানুষগুলো কিন্তু এখনও সচেতনতা হয়নি এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনীয়তাটাকে ওই লকডাউনে বসেও নানাভাবে আপনারা দেখেছেন যে লকডাউন এর বিধি নিষেধ নানাবিধ তো তারা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে রেব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উক্ত কোন প্রতিপক্ষের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, হচ্ছে| সেই পরিস্থিতিতে হয়তো সরকার ভেবেছেন যে ঈদকে সামনে রেখে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে লকডাউন, তাদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং পরবর্তী পরিস্থিতি দেখে আবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমি এটা বলব যে সবকিছুই কিন্তু মানুষের কল্যানের জন্য, জনগণের কল্যানের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা মানুষের কল্যানের জন্যই যে কাজ করেন সেটি নিয়ে কিন্তু কোন

বিতর্ক নেই এবং সেই কারণেই তিনি হয়তো জনগণের সার্থেই এই বিবেচনায় এই সরকার এই বিবেচনাটা রেখেছেন।

জিল্লুর রহমানঃ আমি আসছি আবার আপনার কাছে| ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম আপনার কাছ থেকে উত্তর শুনতে চাই যে পরিস্থিতি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন আপনারা| অধ্যাপিকা অপু উকিলবাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন তারা কিভাবে গোটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে সেগুলো কিছুটা পরোক্ষভাবে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে ইংগিত প্রদান করেছিলেন। অন্যদিকে খানিকটা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যে সমালোচনাই একমাত্র কাজ সেটি নিয়েও তিনি খানিকটা তির্যক মন্তব্য করবার চেষ্টা করেছেন। সো আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে পরিস্থিতি কিভাবে দেখছেন আপনারা এবং আপনারা নিজেরা কি করেছেন।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম: ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আপনার মাধ্যমে তৃতীয় মাত্রার সমগ্র বিশ্বে যে যেখান থেকে দেখছেন দর্শকরা সম্মানিত দর্শকগন উনাদের জানাচ্ছি আমি ব্যক্তিগত অভিনন্দন। মূলত করোনা পরিস্থিতিতো আজ প্রায় দুবছর হতপ চললো। ২০২০ সালের প্রথম দিক থেকে আমরা যখন এক বছর অতিক্রম করলাম তার পরপরই আপনার একটি অনুষ্ঠানে আমার সুযোগ হয়েছিল উপস্থিত হওয়ার। তো সে সময় যে বিষয় টা ফুটে এসেছে যে আগের বছর যে পরিমাণ বেড ছিল বা আইসিও ছিল তার থেকে দেখা গেছে বিন্দুমাত্র বাড়ে নি। তাহলে কেন আপনি বলুন যে সাধারন জনগণ সমালোচনা করবেনা| রাজনৈতিক দলের কথা রাজনৈতিক দল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতেই পারে যেটা অধ্যাপক অপু উকিল আমার বৌদি যেটা বলেছেন| এই রাজনৈতিক আপনার যে টার্মগুলো আমরা বলি রাজনীতিতে যে একজন আরেকজনকে দোষারোপ করা আরেকজনের ক্রিটিসিজম ধরা, আমি ক্রিটিসিজম করেছিলাম কেন করেছিলাম বা বেগম খালেদা জিয়া আগে কেন নেননি বা বিএনপির পক্ষ থেকে বিএনপি নেতৃবৃন্দরা বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী যে উনি আগে নিক, দেখাক। তারপরে আমরা আস্বস্ত হব। আমি একটা কথা বলি যে মানুষের বিশ্বাস এক জিনিস যখন আমি কোন জিনিস দেখি না তখন আমি তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করি| একটা টিকা এসেছে যে দেশ থেকে একটা মনোপলি ব্যবসা দেওয়া হয়েছে এই একটা প্রতিষ্ঠান কে। যেই দরে কিনার কথা তার থেকে দেখা গেছে যে বেশি দামে দেওয়া হয়েছে। যে পরিমাণ টিকা পাওয়ার কথা ছিল তার আপনার তিন ভাগের একভাগ টিকা পাওয়া যায় নি বিভিন্ন কারণে। ন্যাচারাল ক্লাইমেটিক থাকে ফাস্ট্রেশন থাকতে পারে কন্ট্রাক্টের মধ্যে| সে দেশে করনা পরিস্থিতি তারপরে এত ভয়াবহ হয়ে গিয়েছে যে তারা নিজেদের প্রয়োজনটা মেটাতে পারেনি| যার কারণে তাঁরা দিতে আপনার অপারগতা প্রকাশ করেছে| আমার কথা হচ্ছে বিবেচনাবোধটা তো এখানে| আপনাকে তো চিন্তা করতে হবে যে আমি একজনের কাছ থেকে চাইবো, যে এমন মহামারী অতিমারি যা আমাকে তো বিভিন্ন এভিনিউ আপনার এক্সপ্লোর করা উচিত ছিল| আপনার তো এটা শুধু এক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে না| পৃথিবীর আরো অনেকগুলো দেশ ছিল| সেসময় আপনি করেননি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে| আপনি দেখেন যখন আগে ১৭ জন ১৮ জন মারা যেত একটা পর্যায়ে যখন লকডাউন দিয়েছে গত রোজার ঈদের সময়কার কথা আমি বলছি জিল্লুর ভাই আপনি নিজেও সেখানে সাক্ষী যে হয়তো ২৩ পারসেন্ট ইনফেকটেড ১৯ পারসেন্ট ১৭ পারসেন্ট কেন লকডাউনের কারণে ব্যবস্থাপনার কারণে| আপনি চাইলে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। আমার একজন অনুস্প্রতি আমাকে জানালো যে ভাই লন্ডনে খেলা দেখলাম যে সিক্সটি সিক্স থাউজেন আপনার এক্সপেকটেড অডিয়েন্স সেখানে কারো মুখে মাস্ক নেই সেখানে কেন নেই| প্রথম কথা হচ্ছে যে মানুষ খুবই আপনার সচেতন, আইন মান্য করে এবং সে দেশের এনফোর্সমেন্ট যারা করেন তারা দল মত কিছু দেখেন না| মানুষকে দেশের জনগন হিসেবে ট্রিট করে| আমাদের দেশে কি আমরা জনগণকে জনগন হিসেবে ট্রিট করি? অপুদি বললেন প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষ ডালপালা গাছ মানুষের উদাহরণ দিলেন, না আপনি তো ডালে বসে গোড়া কেটেছেন। আপনি ভাবেননি যে এ ধরনের ডেভাসক্টেটিন ইফেক্ট আসবে ডিভাকল তৈরি হবে। রাজনীতি যেটা আপনারা করেছেন কারণবাংলাদেশ আগে বলতো আমি শুনতাম যে দেশ আজ দুভাগে বিভক্ত এক পক্ষ বলতো যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আরেকটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শত্রু। এখন যদি আমরা আসি যে

জিজ্ঞেস করলে বলবে যে একটা পক্ষ। কোনটা, সরকার পক্ষ, অপুদি দের পক্ষ। আর বাকিরা কেউ পক্ষ না। জনগণের কোন দাম নাই, মূল্য নাই, জনগণ ভোট দেবার দরকার নাই আগে ভোট শেষ হয়ে যায়| তো যাদের দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে নেই, জনগণের ভোটের দরকার নেই, জনগণের ভোট ছাড়াই প্রশাসন রাত এগারোটার মধ্যে ভোট নামক যেই প্রক্রিয়াটি ছিল গণতান্ত্রি, সেটা আপনার মনে করেন যে সেরে ফেলেছে| সো জনগণের পক্ষ থেকে এই বোঝাটাও জনগণের এই কষ্টটাও এই সরকার তুলে নিয়েছে| তাহলে এখন একটাই পথ দেশের মধ্যে| সে ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি এই ধরনের রেজরিটি ইউজ না করে আপনি যেটা করবেন যে এখন আমি সাধুবাদ জানাই যে বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু টিকা আসতেছে, সায়নোফার্মের টিকা এসেছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা সাইজারের টিকা ময়ডানার টিকা আসবে, রাশিয়া থেকে স্পিফিক টিকা আসার কথা ছিল। কথাটা হচ্ছে যে আপনি যদি এ কাজটা আগে করতেন তাহলে অনেক আগে টিকা টা নিতে পারতেন| আপনি যেটা বলেছেন আপা অপুদি, সেটা হলো যে প্রথম কথা বিশ্বাস হ্যাঁ আপনি টিকা আনবেন ভারত থেকে, সেই টিকাটা আপনার মানসম্মত কিনা আমি অবশ্যই বলেছি সবাইকে বলেছি যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অক্সফোর্ড এস্ট্রজেনিকার টিকা আন্ডার দেয়ার লাইসেন্স ইন্ডিয়াতে উৎপন্ন হচ্ছে সেটা একই রকমের হবে।কথাটা হচ্ছে যে গুণগতমানের কোন পরিবর্তন তারতম্যের যদি ভৌগোলিক কারণে, ভৌগলিক কারণে আমি বলছি, ভৌগলিক কারণে ক্লাইমেট এর কারণে আপনার ঔষধের গুণ গুণাবলী ভিন্নতর হতে পারে| বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো কোম্পানি ভালো ভালো ঔষধ বানাচ্ছে| কিন্তু বিদেশে আপনার পাঠাতে পারছেনা| একজন মালিক কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি বলেছেন মেশিনারিজের কারন একটা, আমাদের জলবায়ুর কারণ অনেকগুলো কারণ কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা যায় না| সে কারণে হয়তোবা অনেকে আপনার ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন| তার মানে এটা না যে আপনি সরকারের এই প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে| না মোটেও না, বেগম খালেদা জিয়া তখন নেননি| কারণ উনার যে ফিজিক্যাল এইলমনেস সেটাতে উনাকে কভিডের ভ্যাকসিনেশন এলাও তখন করছিল না। ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি নেননি। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই ভুক্তভোগী হয়েছেন। তিনি এখন নিচ্ছেন সেটি ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ীই নিচ্ছেন। আপনার যার কোভিড হবে তাকে কিন্তু দ্বিতীয় দেবেনা। তার কোভিড যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাময় না হবে কোন ব্যক্তির বা কোন রোগির ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবেন না। আমার কথাটা একটু আসি যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কতটুকু এটা ব্যাক্তিগত হতে পারে কিন্তু আমি একটা উদাহরন দিচ্ছি, এটাকে ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে উদাহরণ হিসেবে নিন| আমি বিষে ফেব্রুয়ারীতে লন্ডনে ফাইজারের প্রথম ডোজ নেই। তার কিছুদিন পরে আমি বাংলাদেশে আছি, বাংলাদেশ থেকে আপনার বিমান চলাচল বন্ধ হওয়ার কারনে আমি লন্ডনে যেতে পারিনি। আজকে ৫ মাসের উপরে হলো ফাইজার টিকা যখন বাংলাদেশে আসছে তখন আমি ডিজি হেল্থসকে আমি একটা
পর্যন্ত রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম যে আমি উমুক ওখানে গিয়েছিলাম, এখানে ছিলনা, এখন এসছে, আমি আপনার কাছে এপ্লাই করেছি স্পেশাল ডিসক্রিশন এপ্লাই করে আমাকে এক ডোজ টিকা দিন। যেধরনের আপনার আমি আপনার উনাদের যেই কাজকর্ম চলছে সর্বশেষ আমি একজন এডিশনাল ডিজির সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছি। উনি বলেছে আমার ১৬ লাখ বাকি আছে, আপনি একজনের কথা আমার চিন্তা করার দরকার নাই আমার ১৬ লক্ষ মানুষ আছে| তাহলে কি আমি একটা বাংলাদেশের নাগরিক না? এত হার্ষলি কেন বলবেন, এত হার্ষলি বলার দরকার নেই। আপনি কথাও এসেছে যে সমস্ত প্রবাসীরা বিদেশে এক ডোজ নিয়েছে তিন মাসের মধ্যে আরেকটি ডোজ নিলে চলবে। অর্থাৎ ১২ সপ্তাহ| পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ১৬ সপ্তাহতেও হবে ১৮ সপ্তাহতেও হবে| আমি কিন্তু ১৬ সপ্তাহের আগেই এপ্লাই করেছিলাম| আমাকে একজন আপনার প্লানিং অফিসার বলেছেন যে আপনার জন্য আমার সমস্ত অনুকম্পা আপনার জন্য আমার সিমপ্যাথি আছে আমি সেটা তুলব সিদ্ধান্তে সরকারের| আর অ্যাডিশনাল ডিজে সাহেব বললেন কি
যে আপনি রেজিষ্ট্রেশন করবেন, তার মানে আমি রেজিস্ট্রেশন করলে ফাস্ট হবে, তারপরে আবার সেকেন্ড ডোজ হবে তারপর আমি সার্টিফিকেট পাবো| ধরনের এইযে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এটা কিন্তু খুব সহজ আপনি জানেন যে আপনার লন্ডনের যখন টিকা দিয়েছে তখন আমার মনে আছে রাস্তা থেকে রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়াও অনেককে ডেকে ডেকে নার্সরা বা ডাক্তাররা ভ্যাকসিন দিত যারা রেজিষ্ট্রেশন

করেনি। কেন এমপিওলে যদি আপনার ৫ ডোজ থাকে কোন কারণে হয়তো দেখা গেয়েছে চার ডোজ দেওয়ার পরে আর এক ডোজ ফুল হয়না, যেটুকু থেকে যায় সেটা পরের এমপিওল থেকেই| আবার মনে করেন যে আপনার যখন প্রয়োগ করবে তখন এখান থেকে এখান থেকে হাফ ওখান থেকে হাফ মিলিয়ে একটা ফুল ডোজ করে অন্য আরেকজনকে এডমিনিসটার করতেন। এটা কি এদেশে হয়না, এমপিওলকি ভেঙ্গে যায়না? এক ডোজ কি যারা প্রবাস থেকে আসছেন তারা পেতে পারেন না? এত লম্বা সময় দীর্ঘশত্রুতা লেগে গেল। আমি কথাটা আমার ওভারওল টা দিচ্ছি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এইযে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে| অনেক সময় রাজনীতিবিদদেরকে শুধু দোষী সাব্যস্ত করা হয়| আমি আওয়ামী লীগ বলে বলছি না বিএনপি বলে বলছি না অন্যান্য রাজনৈতিক দল বলে বলছি না আমলারা যখন করে তাদেরটা কিন্তু তখন কেউ দেখেনা| সেটা নিয়ে জনগণ কোন কথা বলোনা| শুধু ব্যর্থতা দোষ চুরির দায় রাজনীতিবিদদের, কেন তার নিতে হবে| সামান্য একটা কাজ যে আমলারা নিজেরা করতে পারেন না, আমাকে উদাহরণ দিয়েছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধান করতেন| তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি তত্ত্বাবধান করেন আপনারা কি জন্য আছেন আপনাদের কি জন্য রাখা হয়েছে চাকরিতে| দুঃখ টা এই জায়গাতেই, এটা আমি আমার মনের খুব দুঃখ থেকে আমি খুব হতাশায় ভুগি যে আমি প্রটেক্টেড না| এক ডোজ নিয়েছি যা সারে পাঁচ মাস হয়ে গিয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ যাইহোক নাসির উদ্দিন হতাশায় ভোগা টা খুব ভালো না, হতাশায় ভুগলে শরীরটা যারা হবে। আপাতত থামিয়ে দিতে চাচ্ছি আপনাকে আমি।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আমি একটু বলি, এ জায়গাটা শেষ করি অতি বিশ্বাসের কথা বিএনপি নেতারা সমালোচনা করেছে কোনটা অব্যবস্থাপনার জন্য। যেমন আইসিউ বেড নাই, স্পেশিয়ালাইজ হসপিটাল নাই। এবার হয়েছে যেমন কোভিড স্পেশিয়ালাইজড হসপিটাল। তাও অনেক পরে হয়েছে। এখন যেই জিনিসটা বিশ্বাসের কথা মানুষের মধ্যে একটা ভয় ছিল, বিএনপি নিরুৎসাহিত করে নি, আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকই বলেছেন যে আমরা করোনা থেকে শক্তিশালী। মানে কী? নেগলেট করা। বিশ্বাস একজিনিস। ভারতে গোমূত্র দিয়ে মুখ ধোয়, অনেকে পান করে যে এটা হলে করোনা হবে না। এটা কী? এটা তার বিশ্বাস। আমি এ বিশ্বাসকে সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। কারন আপনি তার বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারবেন না। যার ধর্ম তার কাজ। আমি যতটুকু বুঝবো তা আমারি বুঝ। এটার জন্য সমালোচনা করা উচিত না।

জিল্লুর রহমানঃ অধ্যাপিকা অপু উকিল....

অপু উকিলঃ আমি শেষ দিয়েই শুরু করছি| আপনি ভারতের কোভিড.. ভ্যাকসিন সং সন্দেহপোষণ করলেন এবং ভারতে কি গোমূত্র প্রচারণা চালিয়েছিল অপপ্রচারণা চালিয়েছিল বিএনপি'র পক্ষ থেকে সে কথাটা আবার উত্থাপন করলেন| কিন্তু আমি তো দেখছি বাংলাদেশের মানুষের ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উপরে এতটাই নির্ভরশীল এবং এতটাই বিশ্বাস করে যে জ্বর হলেও যাদের সামর্থ্য আছে তারা ইন্ডিয়াতে চলে যায়| এখন ভ্যাকসিন এর ক্ষেত্রে ভারতের ট্রিটমেন্টটা বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করবে না এটি আমার মনে হয় বিএনপি ছাড়া যারা বিএনপি এই জিনিসটাকে উল্টেপাল্টে ভারতকে গন্ধ ছড়িয়ে একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি করতে চায় কূরাজনীতি| তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটি সন্দেহ উদ্বেগ করতে পারি| সাধারণ জনগণ কিন্তু ভারতে চিকিৎসার ব্যবস্থা উপরে খুবই ডিপেন্ডেন্ট এবং সেটা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন এবং আপনিও আমি মনে করি যে বিএনপির যারা আছে তারাও দৌড়ে দৌড়ে চিকিৎসার জন্য ইসেই যায়। হ্যা লন্ডন আমেরিকা সিঙ্গাপুরে যায় তাদের সামর্থ্য বেশি। তার মানেই কিন্তু ইন্ডিয়াতেই যায়। এই যে আর এই জিনিস গুলো আর বলা মনে হয় ঠিক হবেনা। আপনার যে বললেন যে ওবায়দুল কাদের উনি এটা আপনার অনেক টকশোতে বলি উনি বলেছেন কভিডের চেয়ে আমরা শক্তিশালী। এটাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তো উনি বলেনি নেগলেট করেও বলেনি। আপনারা সেটিকে অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন| উনি বলেছেন জনগণের মনে সাহসি করে তুলবার জন্য যেকোনো একটি ফ্রান্স

পরিস্থিতিতে বিপদের সময় অবশ্যই জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করতে হয় চাঙ্গা করতে হয়| সেজন্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে আমরা এই কভিড মুহূর্তে এই মহামারী অদৃশ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা জয়ী হবো, হতেই হবে, বাঙালি বীরের জাতি| ঠিক তেমনি ওবায়দুল কাদেরআমাদের মাননীয় মন্ত্রী জেনারেল সেক্রেটারি তিনিও বলেছেন| যে আমরা কভিডকে ভয় করিনা এবং আমরা কোভিডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমরা সেটি কে জয় করবো|এটিকে নেগেটিভ অর্থে দিবেন না| আর আমাদের দূর্নীতির কথাটি যেটি বলেছেন আমলারা যে দুর্নীতি করছে বা দুর্নীতির আজকে উত্থাপন করছেন এই আমলারা যে দুর্নীতি করার সুযোগ পেয়েছে বা শিখেছে সেটি কিন্তু একেবারে বিএনপি'র কাছ থেকে শিখেছে| আপনি জানেন যে একজন মন্ত্রীয দি দুর্নীতি করে তাহলে তার আন্ডারে যারা আছেন মিনিস্ট্রিতে তারা কিন্তু দুর্নীতি করার জন্য সাহসও পাবে সুযোগ পাবে এবং করবেই| তারা যখন ২০০১এ হাওয়া ভবন বানিয়ে দিলেন বিএনপি'র নেত্রী তারেক রহমানকে দিয়ে হাওয়া ভবন বানিয়ে দিয়ে এই বিভিন্ন অর্থেন্দরের জন্য

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ নামটা ঠিক করে বলুন অপুদি...

জিল্লুর রহমানঃ আচ্ছা উনি বলুক, উনি বলুক, ব্যারিস্টার অসীম কারণ দুজন কথা বললে শোনা যায় না|

অপু উকিলঃ আমি চাই যে 20% সমুদ্রপিঠ থেকে হাওয়া ভবনে দিয়ে আসতো।তাতে দেখা যেত মিনিস্ট্রির বিভিন্ন কাজ হতো সেখানে পারসেন্টটিজটা হাওয়া ভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এইযে আমলাদেরকে দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা থেকে ইঞ্জিনিয়ার যারাই আছে তাদেরকে ব্যবহার করে হাওয়া ভবনের ঘুষের টাকা দিয়ে আসতে হবে| এই কাজগুলো করতে করতে তো তারা এগুলো শিখেছে| আমি দেখেছি যে কানাডিয়ান একটি ফর্ম বাংলাদেশে এসেছে রেলের কাজ করার জন্য সেখানে হাওয়া ভবনের তাদেরকে পার্সেন্টেজ তো দিতে হয়েছেই এমনকি ওই কোম্পানি কে ধরে বিএনপির প্রায় শতাধিক নেতারা তারা সেই কোম্পানির মাধ্যমে কানাডা থেকে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে| এরকম অনেক অনেক এক্সাম্পল আছে| এইযে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিতে লাগামগুলো টেনে ধরতে ওই সরকার যেগুলো বের হচ্ছে এগুলো পুরোটাই বিএনপি তৈরি করে দিয়েছে| আগে এ কাজগুলো করবার সাহস পেত না| আগে তুমি নিজেকে শুধরাতে হবে| তারপরে অন্যকে আমরা শুধরাতে বলবো| আরেকটি কথা বললেন অসীম ভাই যে আপনি যে ব্যাখ্যাটি দিলেন যে আমরা তো কবে পরিস্থিতি নিয়ে যে সমালোচনা গুলো করছি সেগুলো আমরা শুধরে দেওয়ার জন্য| দেখেন গত শনিবারে আপনাদের যারা নেতৃবৃন্দ মির্জা ফখরুল শেখ সহ বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ভার্চুয়াল তারেক রহমানের সঙ্গে একটি মিটিং করা হলো| সেই মিটিং-এ বলা হলো সরকার দুর্নীতি করছে বলা হলো এই সরকার ঠিক না যেমন আপনি জি মানে কি বলবো এক প্রসঙ্গের মধ্যে আরেক প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেন ভোটের রাজনীতি এটা আপনি নিয়ে আসলেন| আমি যদি বলি এইযে বিএনপি'র নেতা মিটিং করা হলো সেই মিটিং-এ একবারও একটি বারও বাংলাদেশের জনগণের এই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে কোন কথা থাকলো না কেন| তাদের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা থাকলো না কেন| যদি বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের কে প্রশ্ন করে তারেক রহমান কেন লন্ডনে বসে আছেন এই বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে আপনারা সরকারের সমালোচনা করতেন তাহলে তারেক রহমান এসে দেশের জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেন| বিএনপির নেতৃবৃন্দ কেন দাঁড়াচ্ছে না তারা বসে বসে স্কাইপিতে ওই ভার্চুয়ালে সরকারের নিষেধাজ্ঞা করছে আর কিভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো যায় সেই বিষধর করছে| এটি কিনতে করোনাকালীন সময় আলোচনা হতে পারে? এটা কি বাংলাদেশের জনগণ মেনে নিবেন? আপনি বলছেন দেশের সরকারের একটি পক্ষ আর কোন আর আছে জনগণ| জনগণকে কি সুরক্ষা| তো জনগণ কি বিএনপি যদি এতই জনদরদি হয়ে যায় তাহলেতো বাংলাদেশের জনগণ বিএনপি'র পেছন পেছন ঘুরে বিএনপি'র জন্য রাজপথে নেমে যেতে| আমরা তো দেখছি উল্টো জিনিস| বিএনপিকে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছে এদেশের মানুষ| সরকারের সঙ্গেই তো আছে জনগণ| সরকারের কর্মকাণ্ড যদি ভালোই না লাগতো জনগণের, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ জীবন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে সে জনগণ কি অন্যায় কে মেনে নেয়? কোন অন্যায় কখনো মেনে

নেয় নাই| তারা দেখেছে এদেশের মানুষ দেখছে এই সরকারের মাধ্যমেই এই দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে জনগণ শান্তিতে আছে| এত ভয়ানক কোভিড পরিস্থিতি তারপরও না খেয়ে একজন মানুষ মরে যায়নি|

জিল্লুর রহমানঃ ব্যারিস্টার অসীম বলছিলেন ৩০ তারিখের নির্বাচন ২৯ তারিখে হয়ে গিয়েছে| কিছু বলবেন আপনি? মানে যে কারণে...

অপু উকিলঃ থাক এটা আর কি বলব| উনারাতো এই কথাগুলো স্ববিরোধী কথাগুলো বলে যখন, উনি যখন এ কথাগুলো বলেন তখন উনাদের যারা এমপিরা পার্লামেন্টের আছেন তারা কিন্তু তখন ভীষণ লজ্জিত হন এবং উনারা অনেকেই বলেন যে এই যে আমাদেরকে বলেন আমাদেরকে অপমান করা হচ্ছে| উনাদের বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল সাব নির্বাচনের দিন ভোর বেলা দশটার সময় প্রেস কনফারেন্স করে উনার নির্বাচনী এলাকায় বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে| ওনাকে লন্ডন থেকে তারেক রহমানের নির্দেশে শপথ নিতে দেওয়া হলো না| তাদেরকে দিয়ে বলানো হবে যে নির্বাচন সঠিক হয়নি| সেই কারণে এবং ৭ জন যারা শপথ নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়েছে তাদের কেউ কিন্তু বাধা দেওয়া হয়েছিল| তাদেরকে কিন্তু বাধা তারা মানেনি যে কারণে তারা চলে গিয়েছে| এই যদি বিএনপি'র পরিস্থিতি হয় উনারা এখন জানে যে এই ধরণের একটি কথা বলে উনাদের রাজনীতিতে টিকে থাকতে হবে| কারণ বাংলাদেশের মানুষের ভোটের মাধ্যমে বিএনপি আর কখনোই ক্ষমতায় যেতে পারবেনা এটা ওনারা বুঝে গেছে| সেকারণে কিভাবে সরকারকে বিতর্কিত করা যায় সরকারের উপরে বলা যায় সে কথাগুলো বলছেন| ভ্যাকসিন সম্পর্কে আরেকটি কথা বলেছেন| বললেন কি মনোপলি ব্যবসা দিয়েছেন মনোপলি ব্যবসা দিয়ে ভ্যাকসিনে আনেন নাই| অসীম ভাই আপনি জানেনই না যখন কভিড শুরু হয়েছে হও কভিড শুরু হওয়ার পরেই ভ্যাকসিন তৈরি করবার যে তহবিল সেই তহবিলের জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫০ হাজার টোকেন ডলার দিয়ে তিনি উদ্বোধন করে বলেছেন এই ভ্যাকসিন নিয়ে যে গবেষণা করা হচ্ছে সে ভ্যাকসিনের গবেষণার যেন দ্রুত হয় সেটাই সবাই যেন তহবিল বৃদ্ধি করে এবং সেই গবেষণার সঙ্গেই বাংলাদেশ সম্পৃক্ত ছিল| যেখানেই গবেষণার মাধ্যমে দ্রুত বের হবে বাংলাদেশ সেখান থেকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এবং এই সেরামিন ইনস্টিটিউট থেকে শুধু যে বাংলাদেশই ভ্যাকসিন আনে তা না আপনারা জানেন যে টোটাল কত পার্সেন্ট ছারে যে ভ্যাকসিন আছে তাতে সেই ভ্যাকসিনের ৬০% ভ্যাকসিন এই উপমহাদেশে এই সেরামিন ইনস্টিটিউটের থেকে নিয়েই চলে। কাজেই সেখান থেকে ভ্যাকসিন আনবে এবং এটি কেন মনোপলি হবে শুধুমাত্র সেরামিন ইনস্টিটিউট থেকেই ভ্যাকসিনে দেওয়া হবে এমন কোন কথা বলা হয়নি। এই ভ্যাকসিন প্রতি ভ্যাকসিনের দু-একটা পরবর্তীতে অন্যান্য জায়গা থেকেও ভ্যাকসিন আসবে এবং সেই ভ্যাকসিন এসেছেও এবং আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে ৮০% মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরিকল্পনাও সরকার করে ফেলেছে। তো এই সমালোচনাগুলো অমূলক এই অমূলক সমালোচনা না করে আমি বলব আপনারা সকলে এই মহামারিতে জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়ে জনগণকে দেখেন।

জিল্লুর রহমানঃ জি আমি.....

অপু উকিলঃ আমরা টকশোতে বসে কথা বলি জনগণের কাছে কিন্তু আমরা কি বলবো জনগণের কাছে আমরা ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছি যা আসলে বসে বসে ঘরে বসে আমাদেরকে কাছে আসছেন না। আর এই টক শো যে করছি এই টক শোও কিন্তু এই যে আপনি তর্ক করছেন অসীম ভাই কথা বলছেন মিথ্যা প্রচেষ্টায় তারেক রহমানের সাথে লন্ডনে কথা বলছে ভার্চুয়ালি এটাও কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদান। তিনি ১০ বছর ধরে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ অবকাঠামো তৈরি করেছে বলেই এখানে বসে শেখ হাসিনার সরকার সমালোচনা করতে পারছেন। এই জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নাই।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ অপু দি তো অনেকগুলো কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক তর্কে না গিয়ে আমি একটি কথা বলি সমালোচনার কথা উনি বলেছেন। সমালোচনার উনি সমালোচনা করতেন সমালোচনা করা যাবে না। এটা বাকস্বাধীন ছিলো প্রাপ্তি জাতীয় পত্রিকায় একটা মাত্র দল করা হয়েছিল সমস্ত কিছু বন্ধ করা হয়েছিল মুখ বন্ধ করা হয়েছিল। মানে সমালোচনা আলোচনা সবকিছু বন্ধ। ওই চরিত্রটা আবার বারবার আপনারা ফুঁটিয়ে না তুলে বরং এটা বলেন সমালোচনা করাটা ভালো। কিন্তু মিথ্যাচারটা ভালো না। আপনি অনেকগুলো মিথ্যাচার করেছেন আমি বলতে চেয়েছিলাম এখন বলছি আপনি হাওয়া ভবনের কথা বলেছিলেন ২০০১ সালে আপনার আমলাদের দুর্নীতির কথা এনেছেন সেখান থেকে। বাংলাদেশ হয়নি আপনার সাড়ে সাত কোটি কম্বল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে আমার কম্বল কই? দুর্নীতি হয়নি তখন। আপনার একটা জিনিস বলি যে ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাইনি আওয়ামী লীগের অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে। দুর্নীতি কখন শুরু হয়েছিল? রাষ্ট্রনায়ক যখন ব্যর্থ হন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে ফেল করেন যত বড় নেতা হও না কেন আপনি রাজনৈতিক অনেক বড় নেতা থাকতে পারেন। আপনার অনেক ইতিহাস থাকতে পারে জেল-জুলুম, নির্যাতন আপনি সইতে পারেন। আপনি বিশ্ব সেরা রাজনীতিবিদ হতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র নায়ক হওয়া যায় না। রাষ্ট্রনায়ক যখন ব্যর্থ হন তখনই কিন্তু এই যে দুর্নীতির কথা বলেন অব্যবস্থাপনার কথা বলেন দুর্বৃত্তের কথা বলেন সমস্ত কিছু নেমে আসে। তার ব্যতিক্রম কিন্তু সেসময়টা স্বাধীনতা পরবর্তী ৪-৫ বছর ছিল না। দুর্নীতি সব সময় ছিল মাত্রাটা কোথায় ছিল? সবাই শুধু বিএনপিকে বলতো দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন, আমি অনুরোধ করবো ১৯৯৬ সাল ওদের তো ইন্ডেক্স হয়েছে ৯৯ এ যে আপনার টি আই ট্রান্সফারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এ যে ইন্ডেক্স সেখানে দেখবেন মার্কিন ১০ এ এ কত পেয়েছে? একটা সময় বলা হতো বিএনপি নাকি দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সে বছর আপনার বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ গুলো স্টাডিস্ট্রিক্টটা হয়নি। কিন্তু সেটাকে অ্যাভারেজ করে দেখা গেছে যে জিনিসটা দাঁড়ায় বিএনপি যখন ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ে সে সময় দুর্নীতির ইন্ডেক্স ছিল অপুদির জন্য বলছি দর্শক শ্রোতাদের জন্য বলছি যারা দেখছেন তাদের জন্য বলছি আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনারা দেখে নিতে পারেন দুর্নীতির ইন্ডেক্স ছিল ২.৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেটা ২.১ এ এসছে। পরবর্তীকালে ১.৯ এ এসছে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসছে। অর্থাৎ ১০ এ আপনি যত বেশি মাস্ক পাবেন আপনার অবস্থানটা ততো বেশি ভালো। আমি এই কথাটা বললাম যে ২০০৬ সালে বিএনপি সময় সেটা ২.৯ এ ছিল। বিএনপি যখন ২০০১ সালে ক্ষমতা নেয় তখন সেটা ছিল ২.১ এটার উত্তরনটা ঘটে ২.৯ গেছে। প্রায় ১ এর মতো বাড়িয়েছে। পৃথিবীতে সুইডেন পুরা দশে দশ। নরওয়ে দশে দশ। অনুগ্রহ করে এই অপপ্রচারগুলা করবেন না। হাওয়া ভবন নিয়ে যেটা করা হয়েছে তারেক রহমানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এবং বিএনপিকে প্রশ্নবদ্ধ করার জন্য করা হয়েছে। খাম্বার কথা বলা হয়েছে। ২০ হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাতে লুটপাটের কথা বলা হয়েছে। আজকে আমি একটা জিনিস বলে আমি যদি কোন একটা কথা মিথ্যা বলি জিল্লুর ভাই আমি আমার ও ভারতের সংসদ স্যালেন্ডার করে দিব। খাম্বা নিয়ে পেপারে নিউজ এসছে। বাংলাদেশে খাম্বার ব্যবসা করতেন একজন মাত্র ব্যবসায়ী একটা দৈনিক পত্রিকার মালিক সম্পাদক। কাঠের গুড়ি বড় গাছ আলকাতরা মেখে সেটা আপনার হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার কাজ করেছেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। ২০০২ সালে এটা আলোচনা হয়েছে যে কাঠের গুড়ি এটা গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট হয়। ভোটার পরিবর্তে যদি কংক্রিটের বানানো যায় এবং কংক্রিট বানাতে গেলে আরো অনেক কোম্পানি লাগবে একটামাত্র কম্পানি করতো। ওটাতে ওই ভদ্রলোক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পত্রিকার মালিক ভদ্রলোক রুষ্ট হয়েছিলেন। পত্রিকায় লিখেছেন দুর্নীতির কথা। হাওয়া ভবনে খাম্বার কথা বলা হয় জনাব তারেক রহমানের জনৈক বন্ধু তিনি একটা কোম্পানি করেছিলেন এবং এরোম আরো ৪টা কোম্পানি হয়েছিলো। সবাই মিলে তারা কাজ করেছেন খাম্বা লিমিটেড চার বছরে ৭৮কোটি টাকার কাজ করেছেন চার বছরে টোটাল ৭৮ কোটি টাকা মাত্র। বাংলাদেশের সাধারন একটা কন্টাকটার মাসে ২০০-৩০০ কোটি টাকার কাজ করেন প্রথম, শ্রেণীর কন্টাকটার। আর ওই যে আপনাদের হাওয়া ভবন খাম্বা লিমিটেড বিদ্যুৎ খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট ৭৮ কোটি টাকা থেকে যদি ৮০ কোটি টাকার

কাজ করেছেন বলতে পারেন অপুদি আমি আমার ওকালতির সনদ করে দেব। আর ওই চার বছরে ১৩ শত কোটি টাকার কাজ করেছেন ওই পত্রিকার ঠিকাদার। উনার গায়ে লেগেছে ব্যবসা ওনার একা ছিল স্বাধীনতার পর থেকে। কেন করা হয়েছিল সেই খাম্বা কিন্তু নষ্ট হয়নি? সেই খাম্বা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এসেও কাজে লাগিয়েছে। বিএনপির যেটা করেছে আপনারা বলতে পারেন বিদ্যুৎ খাতে ইনভেস্টমেন্টটা করেনি বা আপনার মনে করেন যে প্রয়োজনীয় যে ওয়াট উৎপাদন করা

অপু উকিলঃ কোন পত্রিকা বলেন নামটা শুনি

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ বিদ্যুতের পাওয়ার বাড়ানো যেটা সেটা অনেক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ ছিল।

জিল্লুর রহমানঃ উনি পত্রিকা উনি উনি পত্রিকা মালিকের নামটা শুনতে চাইছেন।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ সরকারের টেকনিকের নীতিমালায় সাইফুর রহমান সাহেব সেটা করেননি। কিন্তু অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প করেছেন। বিদ্যুৎ খাতে আপনার করেননি উনি দেশের ভালো চেয়েছেন। কিন্তু পরিণামে কিন্তু বিএনপি দুর্নাম হয়েছে। কিন্তু দেশের কিন্তু উনি ক্ষতি করেননি। আপনারও করেছেন আমি আপনারা কি করেছেন সেটা বলছি না। দুর্নীতি শুধু ২০০১ সালে শুরু হয়েছে বলবেন হাওয়া ভবনে বিষয়টা বিদ্যুৎ খাতে আপনার দুর্নীতি কথা বলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সময় পিডিবির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি বলেছেন ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ১৩ হাজার কোটি টাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে অপুদি রেফারেন্স দিলেন ক্যানাডার কথা। ক্যানাডায় তো আপনার বলেছে রিপোর্ট তো দিয়েছে প্রকাশ কেন করেন না? আপনারা অপু দি। গত ক বছরে কত টাকা গেছে এই দেশ থেকে? বিশ্বব্যাংক বলছে এই দেশ থেকে ১ লক্ষ্য ৫৮ হাজার কোটি ডলার চলে গেছে আপনাদের সময়। তাহলে বলেননা কেন এরকম? এখন কি বিএনপি ক্ষমতায় আছে বললেন যে বিএনপি আর জনগণের ভোটে কোনদিন ক্ষমতায় আসবে না। আমিও বলি জনগণের ভোটে কেউ আর এই দেশে ক্ষমতায় আসবে না। এটি আওয়ামী লীগের নেত্রী বুঝেছেন। এই জন্য জনগণের দরকার নাই ওনার কাছে। যার কারণে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ওনার নাই। উনার আছে দায় বদ্ধতা পুলিশের কাছে ওনার আছে মনে করেন র‍্যাবের কাছে উনার আছে মনে করেন যে সামরিক বাহিনীর কাছে উনার আছে মনে করেন যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা ডিসি থাকেন তাদের কাছে। আপনি অপুদির কাছে কিন্তু নাই। আপনার আন্দোলনের ফসল না কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। আপনি না থাকলে শেখ হাসিনার কিছু যায় আসে না। উনি জেনে গেছেন ক্ষমতার সোর্স কোথায়? আপনি যে বলছেন এই কথা জনগণ, আপনি জনগণের কোন অংশ না। তিনি কাউকে রিপ্রেজেন্ট করেন না। আপনি আছেন শুধু থাকার জন্য যেখানে কোন তারেক রহমান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং এই কোভিড পরিস্থিতিতে গত বছরও তারেক রহমান তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার ফাউন্ডেশনের পিতার নামের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করেছেন। কোরোনায় আপনার আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য যা কিছু করা যতটুকু সাধ্য ছিল সেটা করেছেন। পর্যায় থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে বা রাজনৈতিক দল সেই হিসেবে তিনি যতটুকু করার করেছেন। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন এমন ভাবে যে না আমার এটাও করা যাবে না সমালোচনা করা যাবেনা সমালোচনা আমরা কেন করি?

জিল্লুর রহমানঃ ব্যারিস্টার অসীম ব্যারিস্টার অসীম অধ্যাপিকা অপু জানতে চাইছিলেন যে আপনি যে পত্রিকার নামটি বলেছেন নাম বলেননি আর কি? কোন পত্রিকায় পত্রিকার মালিকের নাম আপনি বলবেন কিনা উনি জানতে চাইছিলেন আপনার কাছে।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ ইনবক্সে যদি উনি জানতে চান আমি ওনাকে জানাবো। আমি জনসম্মুক্ষে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে আমি হেয় করতে চাইবো না। আমি উদাহরণ হিসেবে দিয়েছি যদি বলেন যে আমি মিথ্যা কথা বলেছি সে যদি চ্যালেঞ্জ দেয় তখন আমি সেটা প্রকাশ করবো।

জিল্লুর রহমানঃ ওকে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ অধ্যাপিকা অপুকে আমি কি ওই সঙ্গে কারণ আমরা একটু শেষের দিকেও চলে যাচ্ছি। আমি একটু নারায়ণগঞ্জের ঘটনার দিকে আপনাদের দুইজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এইযে হাশেম বিভার যে অগ্নি কান্ড ঘটলো এবং সেখানে যে অর্ধশতাধিক মানুষ মারা গেল এবং হ্যাঁ আপনারা দুজনে বলবেন আপনি আগে বলতে চান?

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আমি বলতে চাচ্ছিলাম অন্য কারণে এখানে অপু দি ভয়ের কিছু নেই আইনের দিক থেকে বলতে চাচ্ছিলাম। অপু দি বলবেন আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম অন্য কারণে।

জিল্লুর রহমানঃ জি আমার মনে হয় এই যে এক একটা ঘটনা ঘটে আমরা আলোচনা করি তারপরেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন ঘটছে সেটা একটু বুঝতে চাই। খুব ছোট্ট করে যদি ব্যারিস্টার অসীম বলেন আমি অধ্যাপিকা অপুর কাছে যাব আমি আবার পরে আপনার কাছে আসবো।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আমার কথাটা হচ্ছে হ্যাঁ পুনরাবৃত্তি থেকে সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এ কথাটাই আমি বলছিলাম যেমন যে ব্যক্তির কারখানা তার বিরুদ্ধে মার্ডারের মামলা করা হয়েছে। এটা কিন্তু সমাধান না। আমরা এই ঘটনায় কোনো কিন্তু একসময় ছাড়া পেয়ে যাবেন। উনার বিরুদ্ধে মার্ডারের কোন মামলা হবে না উনি সরাসরি গিয়ে খুন করেননি কিংবা উনি এভাবে ব্যবস্থাপনা রাখেননি। হয়তো বা ওনার ম্যানেজার ছিল হয়তো বা ওনার সুপারভাইজার ছিল হয়তবা তারা ছিল এদেরকে কারা করবে? সম মন্ত্রণালয় আছে যে কাজের সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ আছে কিনা সেটা ইনসিওর করা। জাহাজ ঘাটে যখন ফেরি দুর্ঘটনা ঘটে কিংবা কোনো লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে আমরা কাকে খোঁজ করি? মালিককে করি খোঁজ। আমরা কাকে আটক করে ছাড়েনকে আটক করে। তাতে কি লাভ সে কতটুকু আপনাকে দিতে পারবে? বা সরকার না আদালত বলল যে ঠিক আছে তাকে ফাইন করা হোক। কিন্তু মার্ডারের কেসটা হয় না এটাকে বলে

জিল্লুর রহমানঃ জি আমি আসবো আপনার কাছে। অধ্যাপিকা অপু উকিল।

অপু উকিলঃ অসীম ভাই কয়েকটি কথা বলেছে সেই কথা একটু পরে তারপরে আমি সজীব গ্রুপ এর অগ্নিকাণ্ডে যাচ্ছি। প্রথমত যে মিথ্যাচার বললেন এই শব্দটি যে বারবার উচ্চারণ করেছিলেন অসীম ভাই আমি বলবো যে সমালোচনা করবেন সমালোচনা করতেই পারেন। বিরোধী দল রাজনৈতিক বিরোধী দল যেকোনো জনগণের যে কোন অংশ সরকারের সমালোচনা করবে সরকারের ধরিয়ে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবে সেটি অবশ্য সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি বিষয়। কিন্তু আপনি এখন যদি ৯১ এ ক্ষমতায় এসে ৯১ এ ক্ষমতায় এসে একটা ভুয়া জন্মদিন বানিয়ে আওয়ামী লীগকে বিতর্কিত করবার জন্য শেখ হাসিনাকে বিতর্কিত করবার জন্য এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে তার যে হত্যার বিষয়টিকে সেটিকে জনগণের দৃষ্টি থেকে সড়িয়ে দেবার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনটি বানিয়ে দেন সেটি কি সমালোচনার আওতায় আসে?

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ না না আপনি সেটা করতে পারেন।

অপু উকিলঃ রাজনৈতিক দলের কি সেটা হতে পারে? বিএনপি যে কাজগুলো করেছে মানে সমালোচনা বলেন মিথ্যাচার বলেন এই ভাবে প্রত্যেকটি জিনিস হচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করা এবং আওয়ামী লীগকে নিঃশুন্য নিশ্চিহ্ন করা এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বিএনপির সমস্ত

কর্মকাণ্ড গুলো করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য এই যে ধরেন সামাজিক আন্দোলন সেই সামাজিক আন্দোলনকে লুফে নিয়ে সেটিকে হাতিয়ার বানিয়ে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করে। এই আমি ছাত্র আন্দোলন বলছি বাবা চালায় বাসের নিচে পৃষ্ঠ ছাত্রী আন্দোলনের কথা বলছি হেফাজত আন্দোলনের কথা বলছি বিএনপি সেগুলোর উপর ঘাড়ে মটকে তারপরে ক্ষমতা দখল করতে চাই। এটি তো সমালোচনা বা মিথ্যাচার না এটি অপকৌশল। এটি রাজনীতি হতে পারে না এটি হচ্ছে নোংরামী। সেই জিনিস গুলো থেকে বিএনপিকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর আমি ২০০১ থেকে দুর্নীতি হচ্ছে সে কথাটা কিন্তু বলিনি আমি বলেছি ২০০১ এ একেবারে প্রকাশে লাইসেন্স দেওয়া হলো হাওয়া ভবন বানিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্নীতিটা প্রথম শুরু করেছে আমি সামরিক সরকার সৈরা শাসক সরকার এর কথা বাদই দিলাম। তখনকার রাস্ট্র সামরিক সরকার কারফিউ দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে। স্বৈরাশাসক তার বুদ্ধিতে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে। কিন্তু ৯১ এ বেগম খালেদা জিয়া যখন রাষ্ট্রপরিচালনায় আসলো তখন তার কাছে জনগনের প্রত্যাশা অন্যরকম ছিল। কিন্তু তখন থেকে দুর্নীতিটা শুরু করেছে কে? আপনি নিজেই জানেন বেগম খালেদা জিয়া তার পরিবার জিয়াউর রহমানের যে পরিবার সেটা ছিল ভাঙ্গা সুটকেসের এক ইঞ্চি পরিমাণ এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই যে তারেক রহমান কোকো আরাফাত রহমান কোকোর নামে যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো করা হলো লঞ্চের ব্যবস্থা করা হলো এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো করা হলো এটার মধ্যে তো তাদেরকে দুর্নীতিতে হাতের খড়ি দিয়ে একটা রাজনৈতিক পরিবারকে যার পিতা রাজনীতি করে গিয়েছে দুই সন্তানকে অন্যদিকে পরিচালনা করা হলো এবং তারা ব্যবসায় বনে গিয়ে নিজেকে বিবর্ধিত করলেন। পরবর্তীতে ২০০১ এ যেটি করেছে তা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় রাষ্ট্রীয়ভাবে একেবারে ডিসিশন নিয়ে দুর্নীতিগুলো করেছে এবং দুর্নীতি করতে করতে এ পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো যে আপনি বারবার বলছিলেন দুর্নীতি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন এটা হয়নি এটা সেটা হয়নি এটিতো আওয়ামী লীগ বলেনি আওয়ামী লীগ কখনোই বলেনি হ্যাঁ আমরা রাজপথে প্রতিবাদ করেছি হাওয়া ভবনে ঘেরাও করেছে যে দুর্নীতি করা চলবে না। কিন্তু এই বিএনপি জামাত জোটের দুর্নীতির কারণে অন্যায় জঙ্গিবাদের কারণে মানুষ হত্যা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী হত্যা পার্লামেন্ট মেম্বার হত্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা এই ধরনের অপকর্মের কারণে ওয়ান ইলেভেন এলো ওয়ান ইলেভেন এসেই কিন্তু প্রথম এই যে তারেক রহমান মামুন গেন্দের কে নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে তারাই কিন্তু বের হয়েছে। আপনি একজন পত্রিকার মালিকের কথা বলছিলেন হতে পারে। এটি শুধু একটি পত্রিকায় আসেনি। এই যে বিদ্যুৎ খাতে কথা বলেছেন বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি হয়েছে সে দুর্নীতিতে সিলভার সিলিম নামে এক নেতা তারেক রহমানের পার্টনার ছিল এবং সেকালে পাখির মতো বিদ্যুতের দাবিতে প্রায় ২০ জন মানুষকে হত্যা করা হলো। এই বিদ্যুতের কারণে। আর আপনি বলছেন যে বিদ্যুৎ খাতে টাকা লুট হয়নি তাহলে আওয়ামী লীগের সময় ২০০১ সালে যে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে এসেছিলেন জনোনেত্রী শেখ হাসিনা তার পরে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছাড়লো তখন থেকে সেই ২০০৯ এ এসে তারপর বিদ্যুৎ পাওয়া গেল তিন হাজার মেট্রিকটন বাড়ে তো নয় ২০০ মেট্রিকটন কমেছে। তাহলে যদি দুর্নীতি নাই হয়ে থাকে তাহলে টাকা গুলো কোথায় গেলো? আমলাদের উপর বেতন দিতে গিয়ে শেষ হয়েছে এই কথা বলা যাবে না তাহলে আপনার কাছে প্রশ্ন আসবে মানি লন্ডারিং এর টাকা কিভাবে ফেরত বাংলাদেশে আনা হলো? তারেক রহমানের আরাফাত রহমান কোকো কিভাবে দুর্নীতিতে বার বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বিএনপি কিভাবে পিআইও এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে। তারেক রহমানের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে সিঙ্গাপুরে টাকা উত্তোলন বাংলাদেশের মানুষের কাছে সে ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার পর্যন্ত আছে এবং সর্বোপরি দুর্নীতির কল্পনা আমি আর দুর্নীতি করবো না এই মুসলি কাটা দিয়ে কিভাবে ওয়ান-ইলেভেন সরকারের কাছে তারেক রহমান বিদেশে চিকিৎসার নাম করে পালিয়ে গেলেন। দুর্নীতি যদি না করতেন তাহলে সে ঠিকই এখানে থেকে ফাইট করতে পারতেন। করেছেন বলেই তো তাকে মুসলেকা দিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। কাজেই আপনি একটি কিছুতেই বলতে পারবেন না ব্যাপারটি বললে পরে আপনি মানে কি বলবো ঢেকে এটা রাখতে পারবেন না। এটা বিশ্ববাসীর কাছে একেবারে উন্মোচিত।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ অপুদি আপনি কিন্তু বারবার একই কথাই বলছেন আপনি বারবার একই কথাই বলছেন এটা প্রাসঙ্গিক না।

জিল্লুর রহমানঃ উনি শেষ করুক

অপু উকিলঃ এ অসীম ভাই আপনি বলবেন আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন আমি ধৈর্য ধরে শুনেছি আমাকে শেষ করতে দেন। শিক্ষার বিভিন্ন জায়গায় যখন সেমিনার হয়

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ কোথাও কোনো প্রমাণ নেই কোথাও কেউ প্রমাণ করতে পারে নাই।

অপু উকিলঃ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যখন সেমিনার হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের সন্তানদেরকে নিয়ে যখন আলোচনা আসে সেই ফাইলের মধ্যে আরাফাত রহমান কোকো এবং তারেক রহমানের ফাইল প্রথম আলোচনা হয়। কেননা তারা দুর্নীতিতে হিস্টরি তৈরি করেছে। আপনি যেটি বলেছেন বঙ্গবন্ধু বলেছে আমার কম্বলটি কই? প্লিজ শোনেন আপনি শোনেন আপনি অস্থির হয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনাকে শুনতে হবে। এতটা দল টানা হলে হবে না। আপনি বলেছেন আমি শুনেছি। আপনি বলেছেন কি বলেছেন উনি বলেছেন আমার কম্বলটি কই? তারমানে যদি কেউ দূর্নীতি করে থাকে তার হিসেব চেয়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। তার কন্যা জনসত্তার প্রতীক এই পৃথিবীর যত রাষ্ট্রনায়ক আছেন তার মধ্যে সততার প্রতীক জননেত্রী শেখ হাসিনা। দুর্নীতিবাজদের ধরতেন আইনের আওতায় আনছেন যেই হোক তার সরকারের যদি কেউ হয় মন্ত্রী এমপি তাদেরও ছাড় নাই। তা আপনি কি বলবেন যে আওয়ামী লীগের একজন এমপি দুর্নীতি করেছে সেজন্য সেটা সরকারের হয়ে গেল কিছুতেই না। কারণ তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপ্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু বিএনপির সময় সেটি করা হয়নি বঙ্গবন্ধু যখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। জনোনেত্রী শেখ হাসিনাও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং ব্যবস্থা নিয়ে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। আপনি থানার কথা বোললেন যে উনারা যে ব্যবহার করা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ সেখানে রাজনীতিবিদ আমলা আমি তো বললাম সব শ্রেণী আছে তাদের ব্যাপারে বলছিলেন তাদের ব্যাপারে কেন তদন্ত হচ্ছে না? আপনি হয়তো জানেন না যে তাদের ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। টিম ধেয়ে আছে দুদকের। কিন্তু এগুলো নিয়ে বিএনপির সময় কি কোন কথা হয়েছে? দুর্নীতি হচ্ছে কোথাও এই খবর কি বাংলাদেশের মানুষ জানতে পেরেছে?

জিল্লুর রহমানঃ জি অপু উকিল আমি একটু থামিয়ে দিতে চাই আপনাকে কারন আমার হাতে বেশী সময় নাই আমি আসবো আবার আপনার কাছে। এবার আমরা ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম আপনার কাছ থেকে শেষবারের মতো কথা শুনতে চাই জাস্ট দু মিনিট সময়।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আমি একটা কথা বলি অপু-দি যেটা বারবার ফেরত যান পেছনের কথাতে এবং যে মিথ্যাচারের কথা বলেছি সেটা উনারা শুধু মিথ্যাচার না এখন দেখা গেছে উনারা রিপিট করেন বারবার বারোমবার বলেন। গোয়েবলসের মত আপনার একটা মিথ্যাকে বারবার প্রতিষ্ঠা করা হয় যখন বারবার বলে বলে ঠিক সেই কায়দাটা উনারা সব সময় অবলম্বন করে। তারেক রহমানের কথা বলেন তারেক রহমান সম্পর্কে অনেক ক্রেডিট কার্ডের কথা বলেছিলেন একটা সাপ্লিমেন্টারি ক্রেডিট কার্ড উনার বন্ধু ওনাকে দিয়েছিলেন। আমি আমার মাকে দিয়েছি ভাইকে দিয়েছি কত জায়গায় কত জনকে দিয়েছি।

অপু উকিলঃ তা মামুন জেলে কেন এখনো? তারেক রহমান লন্ডনে কেন এখনো?

জিল্লুর রহমানঃ আচ্ছা উনি শেষ করুক আমি আসছি আপনার কাছে।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ লন্ডন কেন আপনি বলেন যে আপনি কি নিরাপত্তা দেবেন তারেক রহমানের। জেলখানায় নাসির উদ্দিন পিন্টুর মত মেরে ফেলবেন?

অপু উকিলঃ আর মুচলেকা দিয়ে আওয়ামী লীগ তো তখন আওয়ামী লীগ তো করেনি।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আমাকে একটা কথা বলেন বিএনপি নাইতো বাংলাদেশে।

অপু উকিলঃ আপনি হয়তো ভুলে গেছেন এগুলো আওয়ামী লীগ কিছু করেনি।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ আপনাদের তথ্যমন্ত্রী বলেন যে বিএনপি নাই। আপনাদের ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেন বিএনপি নয়। কিন্তু মুখে মুখে আপনাদেরই বিএনপি

জিল্লুর রহমানঃ আচ্ছা ওটা থেকে অপু উকিল উনি জাস্ট একটু বলুক আমি আসছি আপনার কাছে আমার হাতে সময় নেই বেশি। শেষ করতে হবে।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ রাষ্ট্রীয় কোনো দুর্নীতি কোন কিছু আমরা দেখিনি। আপনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারপশন দেখাতে পারেন সেটা ভিন্ন জিনিস। রাষ্ট্রীয়ভাবে কারপশন হয়েছে এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসছে। আপনি সেটার কথা বলেন আপনার রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতা যখন ৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ছিল আওয়ামী লীগ। মামলাগুলো হয়েছে মামলাগুলোতে আপনারা কি করলেন? মামলাগুলো এসে প্রত্যাহার করলেন হায়দার কোর্টের মাধ্যমে বা মনে করেন যে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ের মাধ্যমে। আমার কথা হচ্ছে যে আইনকে আইনের গতিতে চলতে দেওয়া হয়নি আপনাদের সময়। আপনি যে বলেন খুন করা হয়েছে অমক করা হয়েছে তোমক করা হয়েছে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে শহীদ হয়েছেন। আমি সেই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। সেটার বিচার হয়েছে খুব ভালো কথা। তারও আগে কিন্তু তার দু'মাস আগে উনি গ্রেনেড হামলা স্কিপ করেছেন। উনার উপরে হামলা করা হয়েছিল গ্রেনেড হামলা। ওটা গৃহদাহের কারণে সংবাদপত্রকে এমনভাবে কন্ট্রোল করা হতো একটা পত্রিকায় আসেনি সেটা। কোন পত্রিকায় আসতে দেওয়া হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের উপরে গ্রেনেড হামলা উনি এস্কেপ করেছেন কই এ কথা তো আপনারা বলেন না? কেন হয়েছিল সেই গ্রেনেড হামলা? জঙ্গির কথা বলেন বিএনপি জঙ্গিবাদ নির্মল করেছে। সারাদেশে আমি স্বীকার করি যে ৫০০ কত জায়গায় আপনার বোমা হামলা হয়েছে এই যে বাংলা ভাই বলেন আব্দুর রহমান বলেন এরা কাদের আত্মীয়? গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ৭৬ মানে ৭৬ কেজি ওজনের ১৯৯৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। উদীচীর বোমা হামলার কথা কখন ঘটেছিল ৯৮ সালে রমনা বটমূলের বোমা হামলা কখন ঘটেছিল? আওয়ামী লীগ যখনই আসে তখনই মনে করেন দেশে আপনার উগ্রবাদ জঙ্গিবাদ তৈরি হয় এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটায় হয়। কেন ঘটানো হয় সেটারও একটা মাযেদা আছে সেটা আজকে বলতে পারবো না। বলে শেষ করা যাবে না কিন্তু বারবার বলবেন ওই দুর্নীতি করেছে এই করেছে সেই করেছে কোন এক টাকা প্রমাণ তারেক রহমানের কেউ বের করেছে? রাষ্ট্র কোন ক্ষতি তারেক রহমান

জিল্লুর রহমানঃ ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার অসীম শেষ করতে হবে।

নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীমঃ অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে আপনারা বারবার একই জিনিসটাই করেন। দর্শক মানে শ্রোতারা দর্শকরা যারা আছে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আরেকজনের ইমেজকে ক্ষুণ্ন করার জন্য। আপনারা করছেন এটা ঠিক না রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদেরকে এভাবে আপনার ক্ষতিগ্রস্থ করার কোনো কারণ নেই। মানুষের আস্থা রাজনীতিবিদদের উপরে কিন্তু আছে। আপনারা সেটা রাজনীতি সংস্কৃতির সমস্ত কিছু তুলে উজাড় করেছেন।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ। অধ্যাপিকা অপু খুব ছোট্ট করে খুব ছোট্ট করে।

অপু উকিলঃ না আমি বলছিলাম যে উনি যে কথাটি বলেছেন যে তারেক রহমানের মামলায় বলেন মুচলেকা গ্রহণ বলেন এই যে যা যা ঘটেছে এটা কিন্তু ওয়ান ইলেভেন ঘটেছে। আরেকটা বলবো যে এই যে আপনি শোনেন শোনেন অসীম ভাই আপনি যে গ্রেনেড হামলার কথা বললেন আপনি গ্রেনেড হামলার কথা বললেন যে কোন পত্রিকায় আসে নাই। আরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেনেড হামলা করতে চেয়েছিল কোন পত্রিকায় আসেনি আপনি যে নতুন একটা জিনিস এই টকশোতে নিয়ে এলেন এটা শতভাগ নিশ্চিত যে এটা আপনাকে লন্ডন থেকে লিড করে দেওয়া হয়েছে। কারণ আপনার লন্ডন থেকে ওই লিড নিয়ে এসেই আপনি বাংলাদেশে এগুলো করেন। এই প্রতারনা আর চালায়েন না। মিথাচারা করবেন না মানুষ কিন্তু এগুলো ধারে না। এই মিথ্যাচার করেছেন বলে কিন্তু দেশ ছারা হতে হয়েছে। আর আওয়ামী লীগ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে? এই জায়গায় একটা প্রতারণা করলেন আওয়ামী লীগ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেনি। বিএনপি-জামাত যে জঙ্গিবাদ জঙ্গিরাষ্ট্র করেছিল বাংলাদেশ সেই জঙ্গিরাষ্ট্রকে আজকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র থেকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ। এ ধরনের মিথ্যাচার করা থেকে বিরত থাকেন। মিথ্যাচার করে মানে নতুন নতুন নির্দেশে এই বঙ্গবন্ধুর নামে শেখ হাসিনার নামে আওয়ামী লীগের নামে আর ঝেরেন না টকশোতে এসে। ২০০১ সাল বিএনপি ক্ষমতায় এসে এক লক্ষ মামলা প্রত্যাহার করে সেই বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে জেলে ঢুকিয়ে রেখেছিল। তারপরে সন্ত্রাসী কায়দায় গোটা দেশ পরিচালনা করবার জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে দেশছাড়া করেছিলেন বিদেশে পাঠিয়েছে। তা আমি যেটা বলবো যে এই কোরোনা কোভিডে আক্রান্ত মানুষ মারা যাচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ান এবং সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আসেন এই ধরনের মিথ্যাচার করে কখনোই বিএনপি নামক দলটি টিকে থাকবে না। এটা আপনারা প্রমাণ পাচ্ছেন ভবিষ্যতে আরও প্রমাণ পাবেন।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপিকা অপু উকিল এবং ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ আসীম। দর্শক এই রাজনীতিবিদদের এই বিতর্ক চলতে থাকবে এবং প্রধানত যেটি আলোচনার মধ্যে এসেছিল যে রাজনীতিবিদদের প্রাধান্যটা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সবকিছুতে নিয়ে আসতে হবে। সেটি খুবই জরুরি তবে তারা তাদের বিতর্ক করবেন কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের সামনে এখন সবচেয়েতে জরুরি যেটি সেটি হচ্ছে যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। লকডাউন শিথিলের নামে যেন পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলা না হয়। বা যদি শিথিল করা হয় সেটা যেন যথাযথ হ্যান্ডেল করা হয়। এটিই আমাদের সকলের চাওয়া কারন আমরা চাইনা যে ঈদের পরে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাক। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে যেটি ঘটনা ঘটলো হাসেম বেভারেজের এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কোন জীবন যেন এভাবে প্রাণ দিতে না হয় সে বিষয়েও যারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্মকর্তাবৃন্দ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যার যে দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে তাদেরকে যেন আইনের আওতায় আনা হয়। আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।